

হৃদয়ে যখন সত্ত্বগুণ প্রকাশ পায়, তখনই নির্জ্ঞন বনে বাস করিবার প্রবৃত্তির উদগম হইয়া থাকে এবং নির্জ্ঞন বনে বাস করিতে করিতে সেই সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি হইয়া থাকে ; এইজন্ত বনে বাস দ্বারাই মুখ্য সাধিক। অতএব বনে বাস ক্রিয়ারই অভিধেয়ত্ব অর্থাৎ কর্তব্যত্ব ব্যাখ্যান সমুচিত। অতএব “গ্রাম্য” এই পদটি তদ্বিতান্তরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। অর্থাৎ “গ্রামে বাসঃ গ্রাম্যঃ” এইরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। এ স্থানের অভিপ্রায় এই—গ্রামে বাস করিলে নানা ভোগ-বাসনারূপ রজোগুণের উদগম হয় বলিয়া এবং ভোগ-বাসনারূপ রজোগুণ হৃদয়ে থাকিলেই গ্রামে বাস করিবার প্রবৃত্তির উদগম হয়। এইজন্ত গ্রামে বাসটিকে রাজস বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই প্রকার “দূত-সদনং” এস্থানেও বাস ক্রিয়াটি বলাই অভিপ্রেত। অর্থাৎ যখন হৃদয়ে তমোগুণ প্রবল হয়, তখনই ঐ স্থানে বাস করিবার প্রবৃত্তি জন্মে ও ঐ স্থানে বাস করিতে করিতেই ঐ তমোগুণের অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই অভিপ্রায়েই দূতসদনকে তামস বলিয়া উল্লেখ করিলেন। মনিকেতন অর্থাৎ আমার নিকেতন নিগুণ। এস্থানেও কিন্তু স্পর্শমণির স্পর্শে যেমন লৌহও স্বর্ণ হইয়া থাকে, তেমনি সচ্চিদানন্দস্বরূপ ভগবৎসম্বন্ধ-মাহাত্ম্যে প্রাকৃত ইষ্টকাদি দ্বারা নির্মিত ভগবানের শ্রীমন্দিরও নিগুণতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এস্থানে বিশেষ বুঝিবার বিষয় এই আছে যে—বৃক্ষসমষ্টিরূপ বন স্বরূপতঃ রজস্তমঃপ্রধান, কিন্তু বনে বাস করিবার প্রবৃত্তিটি সাধিক এবং বাস করিলে সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি হয় ; এই অভিপ্রায়েই রজস্তমঃপ্রধান বনকেও বাসক্রিয়াদ্বারা সাধিক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এইরূপ গ্রাম ও দূতসদনের সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। শ্রীভগবন্মন্দির কিন্তু স্বরূপতঃই নিগুণ। সেই মন্দিরে বাস করিলে নিগুণতার বৃদ্ধি হয় বলিয়া নিগুণ নহে। কিন্তু শ্রীমন্দিরের নিগুণত্ব ভগবৎ-সেবাপরায়ণ ভক্তগণই ভক্তিচক্ষুতে উপলব্ধি করিতে পারেন। যেমন ক্ষেত্রমাহাত্ম্য প্রসঙ্গে বর্ণিত হইয়াছেন—“দিবিষ্ঠাস্তত্র পশুন্তি সর্বানুব চতুর্ভূজান্। অর্থাৎ দেবগণ সমুদয় ক্ষেত্রবাসীগণকে চতুর্ভূজস্বরূপে দর্শন করিয়া থাকেন, কিন্তু সাধারণজন দেখিতে পায় না ; শ্রীভগবন্মন্দির সম্বন্ধেও সেইরূপই বুঝিতে হইবে। শ্রীধর স্বামীপাদকৃত টীকাতেও এইরূপ ব্যাখ্যাই করা হইয়াছে। “ভগবন্নি-কেতন্তু সাক্ষাত্তদাবির্ভাবাৎ নিগুণং স্থানম্” অর্থাৎ শ্রীভগবানের নিকেতন কিন্তু সাক্ষাৎ তাঁহার আবির্ভাবজন্ত নিগুণস্থান। এইপ্রকার শ্রীভগবানের মন্দিরে কেবল বাস করাকেই নিগুণরূপে উল্লেখ করিয়া ভগবৎ-সম্বন্ধী নিখিল-